দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

খুলনায় কৃষি ভার্সিটি প্রতিষ্ঠায় প্রকল্প চূড়ান্ত

■ বাসস

দেশে সরকারি উদ্যোগে আরো একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে যাচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় খুলনা শহরের দৌলতপুরে দেড়শ' কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। খুলনায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইতিমধ্যেই খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি (ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল) চূড়ান্ত করেছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এ প্রকল্পের ডিপিপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হচ্ছে। মন্ত্রণালয় থেকে আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হবে।

খুলনা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, নগরীর দৌলতপুরস্থ কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সংলগ্ন ৬২ একর জায়গার ওপর এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রকল্পের প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় আপাতত একটি প্রশাসনিক ভবন, দু'টি একাডেমিক ভবন, দু'টি ছাত্রাবাস, একটি ডরমেটরি, মেডিক্যাল সেন্টার, টিএসসি, ক্যাফেটেরিয়া, মসজিদ এবং একটি অতিথি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে শহরের ভেতরে যে কোন জায়গায় শিক্ষকসহ অন্যদের আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ৫ মার্চ খুলনা মহানগরীর খালিশপুরে এক জনসভায় খুলনায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। ঐ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালের ২৪ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থান নির্ধারণের জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনের (কেসিসি) মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেককে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি গত বছরের ৩১ জুলাই সম্ভাব্য কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করে। ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত সভায় কমিটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হিসেবে নগরীর দৌলতপুরের কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসের অব্যবহৃত ৫০ একর জমি এবং পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি মালিকানাধীন ১২ একর জমি নির্বাচনের সুপারিশ করে গত বছরের ২৫ আগস্ট প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়।

খুলনায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ১৭১ কোটি ২৫ লাখ টাকা। প্রকল্পে ৬২ একর জমি অধিগ্রহণ ব্যয় ধরা হয় ৪০ কোটি টাকা। ঢাকার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শামসুল হুদা বৃহস্পতিবার বাসসকে বলেন, যাচাই-বাছাই কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি সংশোধন করে গত সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) নুর মোহাম্মদ মোল্লা বলেন, ডিপিপি পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়েছে। অল্প কিছু দাপ্তরিক কাজ বাকি রয়েছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা সরদার ইলিয়াস হোসেন বলেন, পুনর্গঠিত ডিপিপি হাতে এলে এপ্রিল মাসের ভেতরেই পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পটি প্রি-একনেক, এরপর একনেকে যাবে। চলতি অর্থবছরের মধ্যে প্রকল্পটি অনুমোদন পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।